দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 25 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম .. ৩ ...

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের রাজনীতি করার কোন অধিকার নেই

আমান উল্লাহ আমান

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মিরপুর সরকারী বাংলা কলেজ শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক বাহাউদ্দিন জানু হত্যার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে গতকাল সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির ভাষণে ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি বলেন, যারা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস করে ছাত্রদের হত্যা করে তাদের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি করার কোন অধিকার নেই।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতা জনাব ফজলুল হক মিলন, ডাকসু এজিএস জনাব নাজিম উদ্দিন আলম, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতা মনিরুজ্জামান মনির, কামরুজ্জামান রতন, সাইদ সোরাব, মহানগরী ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু, সহ-সভাপতি মুন্সি বজলুল বাসিদ আনজু, সহ-সভাপতি নুরুন্নবী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম নিরব, সাংগঠনিক সম্পাদক আনসার আলী খান জয়, প্রচার সম্পাদক কাজী আজিজুল হাকিম আরজু, দফতর সম্পাদক মোঃ শামসুল আলম প্রমুখ। ছাত্র দলের মহানগীর শাখার সভাপতি আবুল খায়ের ভূঁইয়া সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

আমানুল্লাহ আমান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথি হিসেবে আমান উল্লাহ আমান বলেন, যারা জাতীয় ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য ২৩ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস করে, বিশ্ব মনীষীদের অসম্মান দেখিয়ে কার্জন হলের দিকে লক্ষ্য করে ভাষা শহীদ মিনার থেকে কাটা রাইফেলের গুলী ছোড়ে, হাত বোমা নিক্ষেপ করে, সাংবাদিকরা কাটা রাইফেলের ছবি নিতে চেষ্টা করলে তাদেরকে বাধা দেয়—সেই সন্ত্রাসী মহলের কাছে কিসের গণতন্ত্র, কিসের ছাত্র রাজনীতি। তিনি আরো বলেন, যারা জানুর মত প্রতিবাদী কণ্ঠকে গুলী করে, তারা আবার কিসের ১০ দফার আন্দোলন করে। যারা শিক্ষা ভবনসহ শিশু মিলনায়তন ভাংচুর করে তারা আবার কিসের উন্নয়নের রাজনীতি করবে। এদের অতীত ইতিহাস বর্তমানের চরিত্রের সাথে কোন পার্থক্য নেই। জনাব আমান অবিলম্বে জানু হত্যাকারীর বিচারের দাবী জানান। তিনি মুজিববাদী ছাত্র লীগ (ম-ই)-এর সন্ত্রাসের প্রতিবাদ এবং ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জহির চন্দনের উপর ছাত্র লীগ (ম-ই)-এর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।